দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C43

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

জালসার্টিফিকেট এবং চাকরি

শেষ রক্ষা হল না এম এ আলেকের। তাঁর ধরা পড়লেন শেষ পর্যন্ত। ফাঁস হয়ে পড়ল তার সকল জারিজুরি। চাকরি নেয়ার সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার যে ক'টি সার্টিফিকেট তিনি পেশ করেছিলেন, তার সবগুলিই নাকি জাল।

এম এ আলেক ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ভোগ্য-পণ্য সরবরাহ সংস্থায় চাকরি পান। পদ—বিক্রেতার। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পদোন্নতি—উচ্চমানের সহকারী। চাকরির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৬টি বছর পার হয়ে গেল। এতদিন পর তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্তে ধরা পড়েছে—তার এসএসসি ও এইচএসসি ও বিএ পাসের সার্টিফিকেটগুলি জাল। আদালতে এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার চাকরি যাবে, হয়ত জেল-জরিমানাও হবে।

প্রবচন আছে—চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি ধরা না পড়ে। ধরা পড়লেই সর্বনাশ। নির্ঘাৎ শাস্তি। অবধারিত শাস্তির ভয় থাকা সত্ত্বেও চুরি বিদ্যার চর্চা চলে আসছে সেই আদ্যিকাল থেকেই। কেউ সরাসরি চুরি করছে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ, কেউ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবলম্বন করছে চোরাপথ। এম এ আলেকও সেই 'মহাজন পথ' ধরেছিলেন। জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে তিনি চাকরি বাগিয়েছেন, ষোল বছর দিব্যি চাকরিও করেছেন। প্রমোশনও পেয়েছেন।

জাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে চাকরি গ্রহণের এটাই একমাত্র ঘটনা নয়। একেবারে নতুনও নয় ব্যাপারটা। বিভিন্ন চাকরি—স্কুল-কলেজের শিক্ষক, এমনকি ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারের চাকরিতেও এই জালিয়াতি চলার বহু খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ ধরনের সব জালিয়াতি ধরা পড়ে একথা কেউই বুক ঠুকে বলতে পারবে না। ধরা পড়ার ঘটনার চেয়ে না-ধরা পড়া ঘটনার সংখ্যা বোধ হয় বহুগুণ বেশি। এসব ঘটনার নায়করা সংশ্লিষ্ট সবার চোখে দিব্যি ধুলো দিয়ে নির্বিবাদে চাকরি-বাকরি করে যাচ্ছে। অনেক চুরি চামারির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অনিয়ম-অনাচার, ঘুষ গ্রহণ, তহবিল তছরুপ ইত্যাদি ঘটনা অনুদঘাটিত থাকে, অপরাধীরা ধরা পড়ে না। এভাবে অর্জিত বিত্ত দিয়েই এক শ্রেণীর লোকের গাড়ি বাড়ি হচ্ছে।

এম এ আলেকের ঘটনায় যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে, তাহল পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটের জালিয়াতি অব্যাহত আছে আমাদের দেশে। জাল মার্কশীট টেস্টিমনিয়েল ও মূল সার্টিফিকেট দিয়ে উচ্চতর শিক্ষা বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার বেশ কিছু সংখ্যক ঘটনা প্রতি বছরই ধরা পড়ছে। অপরাধীরা বহিষ্কৃত হচ্ছে তাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, টেস্টিমনিয়েল, মার্কশীট ইত্যাদি যাতে জাল না হয়, সেজন্য প্রচেষ্টা চলছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অসাধুতা সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য গ্রহণ করছেন নানারকম ব্যবস্থা। কিন্তু সবটুকু সুফল পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি।

সার্টিফিকেটের জালিয়াতির একটি বড় কারণ আছে। সার্টিফিকেট নিয়ে এই যে জালিয়াতি, সার্টিফিকেট হাতাবার জন্য এত যে কাড়াকাড়ি, স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য এত যে হুড়াহুড়ি, তার কারণ একটাই—পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ছাড়া চাকরি মিলে না। আর চাকরিই তো এদেশে জীবিকা উপার্জনের জন্য তম প্রধান অবলম্বন। বিশেষ করে লেখাপড়া করা লোকদের জন্যে। বেকার ভরতি এদেশের অসংখ্য লোক একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। চাকরি মানে জীবিকার নিশ্চয়তা, চাকরি মানেই সামাজিক মর্যাদা। এ কারণেই চাকরি অনেকটা সোনার হরিণ হয়ে উঠলেও পাগলের মত তার পেছন ছোটা বাড়ছে বই কমছে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে বেকাররা সার্টিফিকেট জাল করতে বাধ্য হচ্ছে। বেকারত্বের কালিমা মোচনের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ তরুণ-তরুণী একটি চাকরি পেতে চায়। কিন্তু পথের বড় বাধা সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট যেন আলীবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনীর সিসেম ফাঁক মন্ত্র, যাদুকরের হাতের যাদুকাঠি। এটি ছাড়া চাকরি-দুর্গের দুয়ার খোলে না। চাকরির বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে বলা থাকে—অমুক অমুক পরীক্ষায় অমুক বিভাগে পাস না হলে দরখাস্ত করার দরকার নেই। এমনকি যে কাজের জন্য বেশি লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই, তার জন্যও ডিগ্রী পাসের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।

সার্টিফিকেট জালিয়াতি বন্ধ করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সতর্কতা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি সংস্কারসাধন করতে হবে বর্তমান শিক্ষা ও নিয়োগ ব্যবস্থার। সব চাকরির জন্য বেশি পাসের শর্ত না দিয়ে কাজ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হলে সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে। চতুর্থ শ্রেণীর চাকরির জন্য এইচএসসি এবং তৃতীয় শ্রেণীর চাকরির জন্য বিএ-এমএ পাসের দরকারটা কি? চাকরির সঙ্গে ডিগ্রী-ডিপ্লোমার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত। সকল ছেলেমেয়েকেই একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে। এরপর তাদের মেধা, ঝোঁক, ক্ষমতা ও দেশের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার সুযোগ দেয়া যায়। ডাক্তারি-ইঞ্জিনীয়ারিং যারা পড়বে এবং যারা শিক্ষকতা-অধ্যাপনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের জন্যে খোলা রাখতে হবে উচ্চতর শিক্ষার দরজা। পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও মান বাড়ানো যাবে। যারা কল-কারখানায় কাজ করবে অথচ স্বনিয়োজিত পেশা বেছে নেবে, তাদের জন্য পলিটেকনিকে পড়ার ব্যবস্থা করা হলে তাদেরও ডিগ্রি-ডিপ্লোমার মোহ কেটে যাবে, ভিড়ও কমবে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও পরীক্ষা পাসের অহেতুক 'সাধ্যসাধনা' থেকে রেহাই পাবে। অপচয় কমবে তাদের সময়ের এবং তাদের গরীব অভিভাবকদের কষ্টার্জিত অর্থের। মোদ্দা কথা হল, যে যে কাজ করবে, তাকে সে কাজের উপযুক্ত যোগ্যতা লাভের সুযোগ দিতে হবে।

এম এ আলেক পরীক্ষা পাসের জাল সার্টিফিকেট পেশ করে অপরাধ করেছে। এই অপরাধের বিচার হতে হবে। তবে তিনি যার বা যাদের কাছ থেকে এই জাল সার্টিফিকেটগুলি সংগ্রহ করেছেন, তাদেরও বিচার হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মচারীদেরই কেউ কেউ জাল সার্টিফিকেটের ব্যবসা খুলে বসেছেন। এমন খবর বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের শক্ত-হাতে দমন না করা গেলে সার্টিফিকেট জালিয়াতি বন্ধ হবে না। আলেকদের মত বেকাররা শেষ উপায় হিসাবে চড়ামূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে জাল সার্টিফিকেট কিনবেন. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলা দেবেন এবং হয়ত তাদের কেউ কেউ এক সময় ধরা পড়ে চরম ক্ষতি ও গ্লানির শিকার হবেন। এমন অবস্থা জাতির জন্য কোনভাবেই কাম্য নয়।

—সমদর্শী